Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, April 2025, Page No. 13-18
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রথম রাজেন্দ্র চোলের রাজনৈতিক পরিকাঠামো

শ্রী গেয়ান্ত চাকমা, *সহকারী শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, ডাম্মাদীপা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 20.03.2025; Accepted: 24.03.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

India is an ancient civilized country. If we judge from the point of view civilization, India is not less in any respect. Similarly, in terms of History, it is not less than any country in the world. Various events that took place in India during the ancient era or early era, middle era and modern era are still written in India's heart. Among them the Chola race also started an important chapter in the History of ancient India. Rajendra Chola-I of the Chola is also known as an important king in ancient Indian History. The Chola is also mentioned in the Mahabharata. Vaiyakaran knew about the Katyayana Cholas. Greek and Roman Historians also mention the Chola. Chola port is mentioned in the Periplus. The names of the Ptolemaic Chola ports Kaveripatnam and Nagapattinam are found. Initially the Chola were very powerful, but later the Chola power gradually declined due to the invasion of the Chalukya, Pallavas and Rashtrakutas.

Keywords: Narapati, Prince, Simhala, Gangaikondacholapuram, Tirumalai, Bureaucracy, Regiment, Autonomy.

রাজরাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র চোল বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। পিতার জীবনাদশাতেই রাজ প্রতিনিধি হিসেবে তিনি রাজ্য শাসন ও যুদ্ধবিদ্যায় বহুমুখী অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সামরিক কৃতিত্বের দিক থেকে তিনি পিতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তার রাজত্বকালে চোল গৌরব সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তার উপাধি ছিল মার্তণ্ড, উওম চোল ও গঙ্গাইকোন্ডচোল। পিতার স্থাপিত ব্যক্তির ওপর সাম্রাজ্য নির্মাণ করেন। রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার মধ্যে প্রথম দুই বছর তিনি পিতার পিতার রাজ রাজের সঙ্গে যুগ্মভাবে রাজত্ব করেন। রাজেন্দ্র চোল তার রাজত্বের সপ্তম বছরে অন্যতম পুত্র রাজাধিরাজকে 'যুবরাজ' নিযুক্ত করেন। তার রাজত্বের বাকি ২৫ বছর সাম্রাজ্যের শাসনভার পিতা পুত্র মিলিতভাবে বহন করে।

১. সুশাসক: প্রথম রাজেন্দ্র চোল ছিলেন এক দক্ষ সুশাসক। তিনি কল্যাণীর পশ্চিম চালুক্য, বেঙ্গির পূর্ব চালুক্য প্রভৃতি রাজ্য নিজ দায়িত্বে আনেন। এই সাফল্যের পশ্চাতে তার বাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসন ও সাহিত্য শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণ হিসাব পরীক্ষা ও গ্রামসভার দাঁড়া গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা তার অন্যতম কীর্তি। রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে বনবাসের কথাও জানা যায়। তার রাজত্বকাল গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হলো সিংহল অভিযান। তিনি সিংহাসন রাজ পঞ্চম মহেন্দ্রকে বন্দি করেন। প্রথম রাজেন্দ্র যথার্থই একজন মহান পিতার বড় ছেলে বলা হয়েছে। চোল সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়াতে তিনি প্রায় ৩২ বছর সক্রিয় ছিলেন। তার গুরুত্বপূর্ণ উপাধি ছিল গঙ্গাইকোন্ডা, মুদিকোন্ডা, কাদারংগোন্ডা এবং পণ্ডিতা চোলা।

প্রথমরাজেন্দ্র চোল

প্রথম রাজেন্দ্র চোল

২. রাজ্য জয়:- তিরুমালাই পর্বতলিপি ও তাঞ্জোর লিপি থেকে তার রাজ্য জয়ের কার্যকলাপ বিবরণ পাওয়া যায় যে, তিনি প্রথমে রাজ্য জয়ের ক্ষেত্রে তার বিশাল অবদান রেখেছেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পর প্রথমে পাণ্ড্য ও চের রাজাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে তাদের রাজ্য অধিকার করেন এবং কল্যাণীর পশ্চিম চালুক্য এবং বেঙ্গির পূর্ব চালুক্যদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। তিনি সিংহল রাজ পঞ্চম মহেন্দ্রকে পরাজিত করে সিংহলকে আয়ত্ব করেন। এছাড়াও ব্রহ্মদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জয় করেন। পরবর্তীকালে প্রথম রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর তার পুত্র রাজাধিরাজ (১০৪৪-১০৫২ খ্রিষ্টাব্দ) চোল সিংহাসনে বসেন। তিনিও পিতার মতো বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তার সময়ে চালুক্যদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহের লিপ্ত ছিলেন। রাজাধিরাজ চালক করার প্রথম সোমেশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তিনিও সিংহলের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। তাছাড়াও রাজেন্দ্র চোলের অন্যতম শত্রু ছিলেন মালবের পরমার বংশীয় ভোজ। রাজেন্দ্র চোলের সমকালীন দ্বিতীয় জয়সিংহের আমলে ১০২১-১০২২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম চালুক্যদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে পরাজিত করেন।

তিনি আরো গোদাবরী দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথম মহেন্দ্রপালকে পরাজিত করে স্বসৈন্য ফিরার অভিমুখে রওনা দেন এবং গোদাবরী নদীর তীরে গঙ্গা থেকে জল এনে তাকে অভিনন্দন জানানো হয় এবং তার খনন করা সেচ ট্যাংকে চোলাগঙ্গমে সেই জল ফেলা হয়।

কদারামের বিরুদ্ধে প্রথম রাজেন্দ্রের অভিযানের বর্ণনা এই শব্দে দেওয়া হয়েছে: '(যিনি), ঘূর্ণায়মান সাগরের মাঝখানে অনেক জাহাজ প্রেরণ করে এবং কদারামের রাজা সংগ্রাম-বিজয়ত্তুঙ্গবর্মণকে তার মহিমান্বিত সৈন্যবাহিনীতে হাতিসহ ধরে নিয়েছিলেন, বিশাল স্তূপ, যার অধিকার ছিল সম্পূর্ণরূপে বন্দী। মূলত এটি নির্দেশ করা হয়েছে যে শ্রীবিজয় সুমাত্রায় একটি রাজ্য ছিল। পান্নাই ছিল সুমাত্রার পূর্ব উপকূলে একটি রাজ্য। মালাইউর সম্ভবত শ্রীবিজয়া এবং পান্নাইয়ের মধ্যে একটি রাজ্য ছিল। মায়িরুডিঙ্গম মালয় লিগরের কাছে একটি রাজ্য ছিল। ইলাঙ্গাসোকা ছিল মায়িরুডিঙ্গামের দক্ষিণে অবস্থিত একটি রাজ্য। ম্যাপ্পালাম রাজ্য সম্ভবত ক্রার ইস্তমাসের কাছাকাছি একটি রাজ্য ছিল। তালাইত্তাক্কোলামকে তক্কোলা সঙ্গে চিহ্নিত করা হয়েছে. মাদামালিঙ্গর্ম সম্ভবত মালয় উপদ্বীপের বেন্ডন উপসাগরের কাছে ছিল। ইলামুরিদেসাম ছিল উত্তর সুমাত্রায়। লানক্কাভারমকে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সাথে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা প্রস্তাব করা হয় যে পেনাংয়ের কাছে কেদাহের সাথে আদরামের মিল ছিল।

৩. সমুদ্র সৈকত জয়:- সমুদ্র সৈকতের ক্ষেত্রে তার নীতি ব্যাপক অবদান্ আছে। তিনি দক্ষিণ ভারত, বঙ্গোপসাগর, মালাবার, পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি স্থানের নৌ-সৈনিক মোতায়েন করে নিজ আয়ত্তে আনেন। তাছাড়া সমুদ্র পথে নৌ-সেনাবাহিনী এবং স্থলপথে স্থলবাহিনী নিয়োগ করেন। রাজেন্দ্র চোল শ্রীবিজয়ের বিরুদ্ধে একটি নৌ অভিযান চালান। শ্রীবিজয় ছিল মূলত সামুদ্রিক রাষ্ট্র। ইহার অধীনে ছিল সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয় উপদ্বীপ। এই রাষ্ট্রগুলি ভারত ও চীনের মধ্যে সমুদ্র পথ নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

৪) রাজ্য বিস্তার নীতি:- সিংহাসনে বসার পরেই রাজেন্দ্র রাজ্য বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। রাজরাজের আমলে আরব বণিকরা দক্ষিণ ভারতে ও বঙ্গোপসাগরে অনুপ্রবেশ তা প্রথম রাজেন্দ্রর আমলে পরিপূর্ণতা হয়েছিল। তারা রাজত্বকালে আরব বণিকরা মালাবার উপকূলের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্যককে কুক্ষিগত করার জন্য কেরল, পান্ড্য ও সিংহলে ঘাঁটি গড়ার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পথে যে ভারত - চীন বাণিজ্য চলতো তাও তারা দখলের চেষ্টা করেন। সে সময়ে আরব জাহাজগুলি মালাক্কা সাগরের পাশে রয়েছে। তা যদি

সফল হতো তাহলে ভারত জিন বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেত এবং শেষ পর্যন্ত এ বাণিজ্য আরবদের হাতে চলে যেত। তার জন্য রাজেন্দ্র এক ব্যাপক নৌ-সামুদ্রিক নীতি অনুসরণ করেছিলেন।

অন্যদিকে তামিল প্রশস্তি থেকে জানা যায়, রাজা জয়সিংহ মুসাঙ্গির দিকে দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন এবং পরবর্তীকালে তোঙ্গভদ্রতে শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন।

৫) বৈদেশিক নীতি:- প্রথম রাজেন্দ্র সিংহাসনে আরোহন করার পর বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে প্রথমে সিংহলের দিকে দৃষ্টি দেন। যদিও এর পূর্বে তার পিতা রাজরাজ সিংহলে অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু এই বিজয় স্থায়ী হয়নি। রাজেন্দ্র চোলের লেখতে তার সিংহল অভিযানের বিশদ বিবরণ নাই, কিন্তু সিংহলী ইতিবৃত্ত মহাবংশে রয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, রাজেন্দ্র সিংহল রাজ পঞ্চম মহেন্দ্রকে পরাজিত ও বন্দী করেছিলেন। তখন সমগ্র সিংহল চুল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মহাবংশেও দাবি করা হয় যে, চোররা সিংহলে বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে সিংহলকে নিজ অধিকারে রাখতে পারেনি। প্রথম রাজেন্দ্র সিংহলের শিব ও বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করেছিলেন। মালাবারমালাবার উপ কোলে আরো বণিকদের এবং ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে আরব বণিকদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করাই ছিল তার বৈদেশিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য।

৬) শৈলেন্দ্র রাজ্য জয়: রাজেন্দ্র তার নৌশক্তির প্রথমে বঙ্গোপসাগরকে চোল হ্রদে পরিণত করেন। এই অঞ্চল থেকে আরব বণিকদের বিতাড়িত করলে স্বাভাবিকভাবে চোল নৌবহর বঙ্গোপসাগরের প্রাধান্য পায়। রাজেন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শ্রীবিজয় রাজ্যে অর্থাৎ মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা ও জাভায় ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে তার আধিপত্য স্থাপন করেন। সামুদ্রিক রাজ্য শ্রীবিজয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। শ্রীবিজয় রাজা তার বশ্যতা স্বীকার করেন। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার এর মতে, দক্ষিণ এশিয়ার এ অঞ্চলের মশলা ব্যবসায় এবং চীনের সঙ্গে বাণিজ্য পথকে নিরাপদ রাখার জন্য রাজেন্দ্র এই অভিযান পাঠান। চীনের সম্রাটরা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। একাদশ শতকে ভারত-চীন বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে চীন থেকে মালয় এবং মালয় থেকে ভারতে বাণিজ্য তৈরি করে মালয় এর সমৃদ্ধি বাড়াবার চেষ্টা করলে রাজেন্দ্র এই অভিযান দ্বারা সেই সম্ভাবনাকে রোধ করেন।

৭) বাংলা অভিযান (গঙ্গাইকোন্ডচোলপুরম উপাধি ধারণ): বিজেতা হিসেবে রাজেন্দ্র চুলের অন্যতম কীর্তি ছিল পূর্ব ভারত অর্থাৎ বাংলায় সামরিক অভিযান প্রেরণ। প্রথম চালক যুদ্ধ বা মাস্কির যুদ্ধে জয় লাভের কিছু পরেই রাজেন্দ্র চোল তার বিজয়ী বাহিনীকে বাংলা অভিযানে পাঠান। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালাই লিপিতে এই অভিযানের কথা বলা হয়েছে। সুদূর চোল দেশ থেকে চোল সেনা পশ্চিমবাংলায় ঢুকে ভাগীরথী তীর পর্যন্ত এগিয়ে আছে। এই অভিযানের কারণ ছিল প্রধানত রাজ্য বিস্তার। তিরুমালাই লিপি থেকে জানা যায় যে, কলিঙ্গ, ওড্র বা ওড়িশা হয়ে, দক্ষিণ কোশল, দন্ডভুক্তি বা দাঁতন হয়ে চোল বাহিনী 'তাক্ষণ রাঢ়' বা 'দক্ষিণ রাঢ়' বা 'উত্তিরা রাঢ়' বা উওর রাঢ় জয় করেন। পালপাল প্রথম মহিপাল, ঝড়ের সময় বাঁশ গাছ যেমন নূয়ে পড়ে, সেইরুপ নতি স্বীকার করেন।

৮) চালুক্য নীতি: প্রথম রাজেন্দ্র চোলের আরেকটি অন্যতম কৃতিত্ব হলো পশ্চিম চালুক্য শক্তির পরাজয় ঘটিয়ে কৃষ্ণা-গোদাবরী উপত্যকায় চোল শক্তিকে বিস্তার করা। প্রথম রাজেন্দ্র চোল চালুক্যদের সঙ্গে একাধিক বার যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনটি অঞ্চল নিয়ে এদের মধ্যে বিরোধ হয়েছিল - বেঙ্গি, তুঙ্গাভদ্রা এবং কর্ণাটকের গঙ্গাদের রাজ্য। ড. নীলকান্ত শাস্ত্রীর বলেছেন, ত্রিশক্তি যুদ্ধের মধ্যে সোমেশ্বর পরাস্ত হন। পরবর্তী কোন পক্ষ জয় লাভ করেছিল তার সঠিকভাবে বলা যেতে পারে না, কিন্তু উভয় পক্ষের রক্তক্ষয় হয়েছিল। চোল সেনাবাহিনীরা পান্ড্য রাজ্যকে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পশ্চিমী চালুক্য রাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ বেঙ্গিতে চোলদেরকে খর্ব করার চেষ্টা করলে, প্রথম রাজেন্দ্র তার সেনা দলকে দু'ভাগ করে- একটি অংশ রায়চুর দোয়াবের পথে বাতাপি আক্রমণের জন্য পাঠান এবং অপর বাহিনী বেঙ্গিতে বিজয়াদিত্যকে পরাস্ত করে রাজরাজকে বেঙ্গির সিংহাসনে বসান। প্রথম বাহিনী মাস্কির যুদ্ধে জয় সিংহকে পরাস্ত করে মান্যখেটা বিধবস্ত করে। এর কয়েক মাস পরে প্রথম রাজেন্দ্র চোল ১০৪৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

৯) স্থাপত্য: স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম রাজেন্দ্র চোল এক বিরাট ভূমিকা রেখেছেন। চোল বংশের এক জন শ্রেষ্ঠ শাসক হলেন তার পুত্র রাজেন্দ্র। চোল রাজাদের শিল্পীর অভাব ছিল না, নান্দনিকবোধ ছিল। প্রথম রাজরাজ

রাজধানী তাঞ্জো স্থাপন করেন রাজরাজেশ্বর মন্দির, এ মন্দিরটির অন্যতম নাম হলো বৃহদীশ্বর। এই মন্দিরটিকে বলা হয় চোলদের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি, এর আয়তন হলো বিশাল, অতি দক্ষিণ ভারতের মন্দির গুলির মধ্যে বৃহত্তম ও উচ্চতর। এ মন্দিরের ভিতরে রয়েছে গোপুরম। মন্দিরের শিখর প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ। ছন্দোময়, সমভার, দীর্ঘতম এই মন্দিরটিকে বলা হয় দ্রাবিড় স্থাপত্য রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

পুত্র রাজেন্দ্র তার পিতার অনুকরণে নতুন রাজধানী গঙ্গায় কোন্ডচোলপরমে একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেন। এটি বৃহদীশ্বর মন্দির নামে পরিচিত। এটি আয়তনে বিশাল, গঠনশৈলীতে জটিল, সম্ভবত রাজেন্দ্র চোল পিতাকে অতিক্রম করে মহান কীর্তি স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচীরবেষ্টিত এক বৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যে এটি স্থাপিত। এই মন্দিরে রয়েছে প্রকান্ড বিমান ও মন্ডপ। এই দুই বিশাল মন্দিরে প্রথম তাই রয়েছে পুরুষোচিত বলিষ্ঠতা, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে নারীসুলভ কমনীয়তা। প্রথমটিতে রয়েছে মহাকাব্যসুলভ গাম্ভীর্য, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে গীতি কবিতার লালিত্য। প্রথমটি হল শক্তির প্রকাশ এবং দ্বিতীয়টি হল অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য।

(গঙ্গাইকোন্ডচোলপুরম)

১০) ভাস্কর্য শিল্প: চোলরা ছিল শৈব ধর্মের প্রতীক। তাছাড়াও নানান দেব দেবীর মূর্তি পূজনীয় করতেন। চোল ভাস্কর্যরা বলেছেন পাথরের দেব-দেবীর মূর্তি, পুরুষ ও নারী মূর্তি, শৈব নয়নার ও বৈষ্ণব সন্তদের মূর্তি। এযুগের মন্দিরগুলি ছিল পাঁচ বা ছয়তল বিশিষ্ট। মন্দিরের দেয়ালে রয়েছে বিরাট বিরাট তোরণ, যা 'গোপুরম' নামে পরিচিত। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের আমলে মন্দির ঘুরিয়ে রয়েছে তাঞ্জুরের বৃহদীশ্বর মন্দির, কাঞ্চিপুরমের কৈলাসনাথের মন্দির এবং গঙ্গায়কোন্ড চোলপরমের মন্দির উল্লেখযোগ্য।

চোল আমলে ভাস্কর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হলো ধাতু মূর্তিগুলি। ঠিক তেমনি রাজেন্দ্র চোলের আমলে অষ্টধাতুর মূর্তি, ব্রোঞ্জের মূর্তি শিল্পী তার নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। এই মূর্তিগুলি মূলত বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে মিশিয়ে (সোনা রুপা তমা সিসা লোহা ইত্যাদি) ধাতু মূর্তি তৈরীর ঐতিহ্য শুরু হয়েছে। মূর্তি মূর্তি গুলি কোনটি পূর্ণ গর্ব, কোনোটি শূন্য গর্ভ, কোনটি অর্ধশূন্য গর্ভ। মূর্তি নিয়ে শুভযাত্রা হত অথবা অনুষ্ঠানের মূর্তি স্থাপন করে পূজা করা হতো।

১১) প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা: প্রথম রাজেন্দ্র চোল ও তার পূর্বপুরুষদের ন্যায় শাসন কার্য বজায় রেখেছিল। তিনি 'চোলমণ্ডল' গঠন করেছিলেন তাতে সমগ্র চোল রাজাদেরকে নিয়ে গঠিত। এতে রাজ্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথমটি হল প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল এবং দ্বিতীয়টি হল সামন্ত শাসিত অঞ্চল, যেখানে সামন্ত রাজারা কর দিতেন ও যুদ্ধের কাজে রাজাকে সৈন্যর সহায়তা দিতেন। রাজ্যের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চলে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলোকে বলা হত 'মন্ডলম'। প্রদেশের সংখ্যা ও কোন নির্দিষ্ট ছিল না। এতে রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। আবার প্রদেশ বা মন্ডল গুলি কয়েকটি 'কোট্রাম' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। কোট্রামগুলি 'নাড়ু' বা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। নাড়ুর অধীনে ছিল 'কুররম' বা কিছু সংখ্যক গ্রামের সমষ্টি বা গ্রাম সমবায়। এতে সাধারণত রাজপুত্ররাই মন্ডল এর শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। তাঁদের বলা হতো 'মন্ডলেশ্বর'।

১২) আমলাতন্ত্র: প্রথম রাজেন্দ্র চোলের আমলে আমলাতন্ত্র ছিল কেন্দ্রীকতা। তার হাতে ছিল প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ইত্যাদির দায়িত্ব অর্পণ করেন। রাজা হিসেবে তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং এবং হিসাবের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন কিন্তু তিনি কারোর স্বাধীনতা হরণ করতেন না। তার রাজ দরবারে পুরোহিত, রাজগুরু ও ধর্ম উপদেষ্টারা উপস্থিত থাকতেন। এই আমলারা রাজার কর্তৃক মনোনীত হতেন। তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি একটি কর্মচারী পরিষদ ছিল। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা ও

তাকে উপদেশ দিতেন। তবে নিয়োগ সংক্রান্ত কিছু না গেলে জানা না গেলেও এদের নিয়োগের পদ্ধতি ছিল মানদন্ড। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্মচারীরা বেতন হিসেবে জমি পেতেন। তবে এক্ষেত্রে জমির মালিকানা নয়- তাদেরকে কেবলমাত্র রাজস্ব আদায়ের স্বত্ব প্রদান করা হতো। কর্মদক্ষতা অনুযায়ী তাদের 'উপাধি' দেওয়া হতো।

১৩) রাজস্ব ব্যবস্থা: ভূমি রাজস্ব ছিল রাষ্ট্রের প্রধান আয় । জমির মালিকানা ছিল ব্যক্তির বা গ্রাম সম্প্রদায়ের । রাজস্ব আদায় করা হতো নগদে অথবা পণ্যে। করের হার সাধারণত এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-ষষ্ঠাংশের মধ্যে থাকতো। চোল সাম্রাজ্যের জমিগুলি জরিপ করা হতো এবং জমিগুলি উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে কর ধার্য করা হতো। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের আমলে জল সেচের জন্য আরোপিত করা হয়। যুদ্ধ, বন্যা প্রতিরোধ, বাঁধ সংস্কারক ও মন্দির নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত কর আদায় করা হতো। জরিমানা থেকে প্রচুর কর আদায় করা হতো। আবার আবাদি জমি, মন্দির নির্মাণ, পুষ্করিনী, সেচখাল প্রভৃতি করমুক্ত ছিল।

১৪) বিচার ব্যবস্থা: প্রথম রাজেন্দ্র চোলের আমলে বিচারের কাজ স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হতো। গ্রামের বিচার চলতো পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। রাজকীয় আদালতকে বলা হত 'ধর্মাসন'। পঞ্চায়েতের রায়ের বিরুদ্ধে নাড়ুর বিচারকের কাছে আপিল করা হতো। তার আমলে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার একই স্থানে হত। প্রথম রাজেন্দ্র চোল রাজদ্রোহের বিচার করতেন। তিনি শাস্তি হিসেবে জরিমানা, কারাদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড, হাতির পায়ের নিচে পিষে-মারা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল।

১৫) সামরিক সংগঠন: সামরিক দিক থেকে রাজা ছিলেন প্রধান। তার অধীনে সমস্ত সেনাবাহিনীগুলি কাজ করতো। মূলত সেনাবাহিনী দের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- ১) পদাতিক বাহিনী, ২) হস্তিবাহিনী, ৩) অশ্বারোহী বাহিনী এবং ৪) নৌবাহিনী। শিলালিপি থেকে জানা যায় ৭০ টি 'রেজিমেন্ট' নিয়ে চোল বাহিনি গঠিত। হস্তিবাহিনীর সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। এ বাহিনীগুলো উপকূল রক্ষার কাজে সাহায্য করতেন এবং অন্যান্য যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা হতো।

১৬) জনহিতকর কার্যকরী: প্রথম রাজেন্দ্র চোলের আমলেও জনহিতকর কাজে রত ছিলেন। জনগণের কল্যাণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। প্রজাদের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, জলসেচ ব্যবস্থা, বাধ নির্মাণ এবং চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও দেবমন্দির নির্মাণ প্রভৃতি কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। তাছাড়া রাজেন্দ্র প্রথম গঙ্গাইকোন্ডা-চোলাপুরমে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন যার সেচ ব্যবস্থা, মন্দির এবং প্রাসাদ এখনও ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনিজন কল্যাণকর কাজেও তার অবদান অনস্বীকার্য।

১৭) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন: প্রথম রাজেন্দ্র চোলের আমলে শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। গ্রামগুলি মূলত সভার সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এই শাসনব্যবস্থায় সভাকে দু-ধরনের ভাগ করা হয়েছে - ১) উর এবং ২) সভা বা মহাসভা। গ্রামের সকল বয়স্করাই উর এর সদস্য ছিলেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণদের বসবাসকারী গ্রামের সমিতিকে বলা হয় সভা বা মহাসভা। এই সভার মাধ্যমে গ্রামগুলি পরিচালিত হত।

১৮) প্রথম রাজেন্দ্র চোলের কৃতিত্ব: চোল সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন প্রথম রাজেন্দ্র চোল। রাজেন্দ্র চোল বাংলা এবং সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চোল আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি উত্তরবাংলা অভিযান করে যশের অধিকারী হন। রাজেন্দ্রের শাসনব্যবস্থা ছিল উন্নত। তিনি গ্রামে স্বায়ত্ব শাসন দেন। রাজেন্দ্ররাজেন্দ্র স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অবদান রেখেছেন। তিনি রাজধানী গঙ্গায়কুন্ড চোলপুরমের নির্মাণ করার পরিচালনা দেন।

১৯) গ্রাম সভা: প্রথম রাজেন্দ্র চুলের আমলেও পূর্বপুরুষদের শাসন ব্যবস্থার নীতি কায়েম ছিল। তার সময়ে ও সাধারণ সভাকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেছিলেন, যথা -১) গ্রামে যারা কর দিতেন তাদের নাম রাখা হলো উর, ২) ব্রাহ্মণদের মিটিং ব্যবস্থার নাম ছিল সভা এবং ৩) আধা শহর অঞ্চলের বণিকদের সভার নাম ছিল `নরম` এবং বড় গ্রাম গুলিতে একাধিক কর দাতাদেরকে বরাহত `সভা' বা 'উর'।

২০) উর: প্রথমপ্রথম রাজেন্দ্র চোলের আমলে গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরাই ছিল উরের সদস্য। ওর সাধারণত গঠিত হয় গ্রামের প্রতিবেশী বা কুড়ুম্বুরা। প্রতিটি গ্রামে দুটি করে উর থাকতো। এদের কাজ মূলত খাজনা আদায় করা, বাঁধ তৈরি ইত্যাদি। তাছাড়া গ্রামের লোকেদের প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া নিষ্পত্তি করা উরদের কাজ।

২১) সভা: সভা হলো গ্রামের সকল ব্রাহ্মণ ব্যক্তিদের সংগঠন। রাজেন্দ্র চোলের আমলেও অগ্রাহার, ঘেটিকা স্থাপন, মন্দির স্থাপন প্রভৃতি কাজে হাত দেন। সভা চলাকালীন সময়ে গ্রামের ব্রাহ্মণেরা যোগ দিত এবং তাদের এবং তাদেরকে ভূমিদান করতেন। সভা চলাকালীন সময়ে গ্রামের বয়ষ্ক ব্যক্তিরা যোগ দিতেন।

২২) সমিতি: উত্তর মেরু লিপি থেকে জানা যায়, কুডুম্ব বা পাড়া সমিতি গঠনের জন্য বয়স্ক ব্যক্তিদের নির্বাচন করা হয়। প্রথম রাজেন্দ্র চুলের আমলেও ৩০ থেকে ৭০ বছরের বয়স্ক মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের সমিতির কাজে রাখা হয়। এই সমিতির বয়স্ক ব্যক্তিদের মাত্র এক বছরের জন্য নির্বাচন করা হয়। তাছাড়া ভাগ্য পরীক্ষা ও লটারির মাধ্যমেও এদেরকে নিযুক্ত করা হয়।

পরিসমাপ্তিতে বলা যায় যে, প্রথম রাজেন্দ্র চোরের আমলেও তার পূর্বপুরুষের শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছেন। এই শাসন ব্যবস্থায় মূলত মধ্যবিত্ত ও ধনী ব্যক্তিদের সুযোগ-সুবিধার পরিমান বেশি, কেননা সাধারণ জনগণ তাদেরকে মান্যতা দিতেন বলে। আবার অন্যদিকে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস ছিল, বিন্যাসের মধ্যে কোন ক্ষতিকর ছিল না। একে অপরের সঙ্গে আদান-প্রদান ও বিনিময় প্রথা ছিল। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের আমলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য থাকলেও ক্ষতিকর কিছু ছিল না। তিনি আপন হস্তে সম্পূর্ণ শাসনব্যবস্থা বজায় রেখেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী:

১) মাইতি, প্রভাতাংশু, এবং মন্ডল, অসিত কুমার - ভারত ইতিহাস পরিক্রমা {প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ} (প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ)

২) মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, আদি মধ্য ও মধ্যযুগে ভারত (৬০০-১৫৫৬), পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৪

৩) মুখোপাধ্যায়, জীবন, ভারতের ইতিহাস [প্রাগৈতিহাসিক যুগ - ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ] পুনর্মুদিত সেপ্টেম্বর , ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

৪) চৌধুরী, তেসলিম, ভারতের ইতিহাস [আদিমধ্য যুগ থেকে মধ্যযুগের উত্তরণ ৬০০-১৫৫৬] সংশোধিত ও পরিমার্জিত সপ্তম সংস্করণ, জুন, ২০১৫

৫) চট্টোপাধ্যায়, সুনীল, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড) একাদশ মুদ্রণ, আগষ্ট - ২০১০, ISBN-81-247-0648-4

6) Mahajan, V.D. - Ancient India, Reprint 2010, ISBN - 81-219-0887-6